বিবাহবিচ্ছেদেই সব শেষ নয়: সুপ্রিম কোর্ট

বিয়ে না টিকলে, সব শেষ হয়ে যাওয়া নয়। আইনি লড়াই না লড়ে বরং যে যার মতো করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এক বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় দুই তরুণ-তরুণীকে এমনই পরামর্শ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও আর মহাদেবন। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের একাধিক আদালতে একে-অপরের পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন তরুণ-তরুণী। যার মধ্যে তরুণের পরিবারের বিরুদ্ধে ৪৯৮এ ধারায় গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগও ছিল তরুণীর। সব দিক খতিয়ে দেখে বিচারপতিরা বলেন, 'এই মুহূর্তে সতেরোটি এইরকম মামলা চলছে। এগুলো চালিয়ে যাওয়া মানে বছরের পর বছর কেটে যাবে। তার চেয়ে আমরা আইনি পথে বিচ্ছেদ মঞ্জুর করলাম। এর বাইরেও যদি এই নিয়ে কোনও মামলা থাকে, এই রায়ের ফলে তা-ও অবসিত (টার্মিনেটেড) বলে ধরা হবে।' দু'জনকেই সামনের দিকে তাকিয়ে নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিচারপতিরা।

ব্রিকসের সাড়া নেই! শ্লেষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের

সদ্য জি২০ গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের সঙ্গে 'ব্রিকস' গোষ্ঠীতেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। ২০০৯ সালে তৈরি এই গোষ্ঠীর প্রাথমিক সদস্যরা হল ভারত, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও চীন। সম্প্রতি তাতে যোগ দিয়েছে মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যা খানিক মাথাব্যথা বাড়িয়েছে আমেরিকার। এই আবহে ফের 'ব্রিকস'-কে নিয়ে আক্রমণ শানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার ট্রাম্প বলেন, 'ব্রিকস দেশগুলো আমাদের ডলারকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল। আমি তাই ক্ষমতায় এসেই সাফ বলে দিয়েছি, কোনও ব্রিকস দেশ ডলার ধ্বংসের কথা উল্লেখ করলেও আমি ১৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়ে দেব। ব্যাস, ওতেই যা কাজ হওয়ার হয়েছে। এখন ওদের কী অবস্থা কে জানে। আমি তো অনেকদিন ওদের বিশেষ সাড়াশব্দ পাইনি।'

সুনীতাদের ফেরা, তরজায় মাস্ক

নাসার দুই নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্র আইএসএসে আটকে পড়া নিয়ে জো বাইডেনকে একহাত নিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাতে তাল দিয়েছিলেন ধনকুবের ইলন মাস্কও। সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ করে ট্রাম্প-মাস্ক দাবি করেছিলেন, বাইডেন-প্রশাসন নাকি ওঁদের 'ফেলে রেখে' এসেছে। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এক্স হ্যান্ডলে ডেনমার্কের নভশ্চর ও আইএসএসের প্রাক্তন কম্যান্ডার আন্দ্রে মর্গেনসন লেখেন, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তা-ও আবার যিনি মূলধারার সংবাদমাধ্যমে সততার অভাব আছে বলে অভিযোগ করেন, তিনিই এসব বলছেন।' পাল্টা স্পেসএক্স প্রধান মাস্ক তাঁকে 'মূর্খ' বলে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'স্পেসএক্স ওঁদের অনেক মাস আগেই ফিরিয়ে আনতে পারত। আমি বাইডেন প্রশাসনকে সরাসরি এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ওঁরা মানেননি।' উল্লেখ্য, মাত্র দশ দিনের জন্য আইএসএসে গেলেও বোয়িং স্টারলাইনার মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটিতে ফেরা আটকে যায় সুনীতাদের।

বিবিসি-ভারতকে ইডির জরিমানা

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বা বিবিসি-র ভারতীয় শাখাকে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পাশাপাশি সংবাদ সংস্থার তিন শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জানানো হয়েছে, বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রে আর্থিক নয়ছয় হয়েছে বিবিসির অন্দরে। ফলে ফেমা আইনে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে ইডি। যদিও এই বিষয়ে বিবিসি-র পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। একই ভাবে মুখে কুলুপ ব্রিটেনের কিয়ের স্টারমার সরকারেরও। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ সরকারের থেকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পায় শতাব্দী-প্রাচীন এই সংবাদ সংস্থা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কঠিন প্রশ্ন করে এদেশে শাসকের চক্ষুশূল হয়েছিল বিবিসি। পাশাপাশি গুজরাট অশান্তিতে মোদির ভূমিকা নিয়ে তথ্যচিত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে ভারতে বিবিসির সদর দপ্তরে তল্লাশিও চালানো হয়। এবার এই জরিমানায় নতুন করে সেই প্রতিহিংসা-মূলক মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গণতান্ত্রিক পরিসরে।

ভোটে মার্কিন অনুদানের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ বিদেশ মন্ত্রকের

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি

ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মার্কিন অর্থ লগ্নির খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিদেশ মন্ত্রক। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে বলে জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। যদিও সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে নয়, বাংলাদেশে এই টাকা পাঠানো হয়েছে। যদিও ট্রাম্পের বাক্যেই অনড় বিদেশ মন্ত্রক। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র।

সাপ্তাহিক সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, 'আমেরিকার কিছু কার্যকলাপ এবং তাদের তরফে অর্থের জোগান দেওয়ার যে বিষয়টি মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, তা অবশ্যই উদ্বেগজনক। এর মধ্যে দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।' জয়সওয়ালের কথায়, 'সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং দপ্তর এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই পর্যায়ে আমাদের পক্ষে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। কোনও অগ্রগতি হলে আমরা জানাব।' গত সপ্তাহে মিয়ামিতে একটি সভায় নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, তাঁর সরকার ভারতের জন্য ইউএসএআইডির অনুদান বন্ধ করে দেবে। কারণ, গতবার জো বাইডেন প্রশাসন ভারতের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে অন্য কাউকে নির্বাচিত করার জন্য হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভারতে ভোটদানের হার প্রভাবিত করার জন্য আমরা কেন ২১ মিলিয়ন ডলার খরচ করব?' যদিও বেসরকারি তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালের পর থেকে ভারতের জন্য ইউএসএআইডির কোনও অর্থ অনুমোদিত হয়নি। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ২১ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে ২০২২ সালে বাংলাদেশে ভোটদানের ক্ষেত্রে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য এবং পরে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুসন্ধান প্রকাশ হওয়ার পরেই সরগরম দেশের রাজনৈতিক মহল। কংগ্রেস, তৃণমূল একযোগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনায় সরব হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা। ইউএসএআইডির অর্থ অনুমোদন করার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছে কংগ্রেস। পবন খেরার বক্তব্য, 'যখন আমেরিকা গৌতম আদানির নাম নেয়, নরেন্দ্র মোদি বলেন আমেরিকা মিথ্যা বলছে। তবে আমেরিকা যখন সত্যিই মিথ্যা কথা বলে, সেই সময় নীরব থাকেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কেন বিজেপি এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমগুলি আমেরিকার তালে নাচছে?' আমাদের প্রশ্ন, 'কামরাজকে হত্যার পরিকল্পনা করতে সঙ্ঘ কি আমেরিকার থেকে টাকা নেয়নি? দত্তপন্ত ঠেংড়ি এবং সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ভারত সরকারের পতন ঘটাতে আমেরিকার চারপাশে ঘুরছেন না? ইউপিএ সরকারকে ফেলে দিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন কি তার বি-টিমকে টাকা দেয়নি?' তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে বলেছেন, 'এটা নিয়ে বিজেপি একাধিক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও শেষে জানা গেল, ২১ মিলিয়ন ডলার খরচ করার বিষয়টি ভুল। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্লজ্জ মোদি এবং তাঁর দলের মিথ্যাচার আবারও প্রকাশ হয়ে গেল।'

ছুটিতে মেতেছেন পর্যটকরা। মানালিতে, শুক্রবার। ছবি: পিটিআই

স্বরাষ্ট্র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ৬ দফা দাবিতে সরব তৃণমূল

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি

স্বরাষ্ট্র-বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোণঠাসা করল বিরোধীরা। গতকাল এবং আজ, দু'দিন স্বরাষ্ট্র-বিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই মোট ৬ দফা দাবিতে সরব হয় তৃণমূল। পাশাপাশি, কংগ্রেসের তরফে দিল্লি পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জবাব তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

দু'দিনের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের স্বরাষ্ট্র বাজেট এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। সূত্রের খবর, তৃণমূলের তরফে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য চালু করা নির্ভয়া-ফান্ডের টাকা খরচ করতে না পারা নিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়। নির্ভয়া-ফান্ডের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ খরচ করতে পারেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জবাবে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এই টাকা খরচ করা হয়েছে এমন কিছু প্রকল্পে, যার ফলে শহরগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। জনগণনার খাতে কেন বরাদ্দ কমানো হয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। তৃণমূলের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, জনগণনা না হওয়া পর্যন্ত সংসদে পাশ হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিলও কার্যকর করা যাবে না। জোড়াফুল-শিবিরের তরফে তৃতীয় দাবি, আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে না পারা নিয়ে। এ নিয়েও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জবাব চেয়েছে তৃণমূল। উল্লেখ্য, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নের জন্য ৮৮ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হলেও মাত্র ১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। দেশের কারাগারগুলির আধুনিকীকরণ নিয়েও বাজেটে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে না পারায় কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হয় তৃণমূল। এছাড়াও তৃণমূলের তরফে জঙ্গি-হামলা এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে না পারা নিয়ে জবাব চাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পরিকাঠামো গড়তে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন কমিটির তৃণমূল সাংসদ। যদিও বৈঠকে উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা দাবি করেছেন, সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে নানা প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য এই বরাদ্দ করা হয়েছে।

হিন্দি চালু নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে কেন্দ্র, অভিযোগ তামিলনাড়ুর

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি

আগামী বছর তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে প্রায় এখন থেকেই ভাষা-যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে দক্ষিণের ওই রাজ্যে। বিষয়টি কৌশলে ভাসিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি এদিন বলেন, কোনও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তবে বিদেশি ভাষার ওপর বেশি নির্ভরতা ভাল নয়। তাতে পড়ুয়াদের সমস্যা হয়। ভাষার শিকড়ও আলগা হয়ে যায়। অভিযোগ, এভাবে তামিলনাড়ুতে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি চালু করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে কেন্দ্র। একটি পোর্টাল সূত্রে এখবর পাওয়া গেছে।

এর ঠিক আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, 'নয়া শিক্ষানীতির তিন ভাষার নীতি মানার জন্য চাপ দিচ্ছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তা না হলে শিক্ষাখাতে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন তিনি।' প্রধান অবশ্য সেই চিঠিকে রাজনৈতিক প্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিকে, বিজেপি এই রাজ্যে তিন ভাষা নীতি চালু করার জন্য ১ মার্চ থেকেই প্রচার শুরু করছে। দক্ষিণের এই রাজ্যে পা রাখার জন্য হিন্দি ভাষার ইস্যুকেই হাতিয়ার করতে চায় এই দল। অন্যদিকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেছেন, 'তামিলনাড়ু আরেকটা ভাষাযুদ্ধের জন্য তৈরি। তিনি বলেছেন, এটা দ্রাবিড়ভূমি। পেরিয়ারের দেশ। এর আগে যখন বিজেপি তামিল জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তখন এখানকার লোকে বলেছিল, মোদি ফিরে যাও। এবার যদি একই চেষ্টা করা হয়, তা হলে রাজ্যের লোকে বলবে, মোদি আপনি স্রেফ বেরিয়ে যান।'

অন্যদিকে, নয়া শিক্ষানীতিকে হাতিয়ার করে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ভাষাগত স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে ডিএমকে ২০২০ সাল থেকে নেপের বিরোধিতা করে আসছে। এমনকী মোদি চেন্নাইয়ে গিয়ে তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেকথাও বলেন প্রধান। এছাড়া, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে স্বাধীনতার সময় দিল্লিতে পাঠানো তামিল মন্দিরের সেঙ্গল-ইস্যুকেও সামনে এনেছিল কেন্দ্র।

অসম

ধর্মাচরণ-বিরতি বাতিল হচ্ছে বিধানসভায়

পিটিআই

গুয়াহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি

বিজেপি-শাসিত অসমে আবার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এবার নিশানায় স্বয়ং আইনপ্রণেতা, জনপ্রতিনিধিরা। ৯০ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে অসম বিধানসভায় বন্ধ হতে চলেছে সংখ্যালঘু বিধায়কদের উপাসনার জন্য বিরতি দেওয়া। এর আগে শুক্রবারের উপাসনার জন্য ২ ঘণ্টা বিরতি পেতেন অসম বিধানসভার সংখ্যালঘু সদস্যেরা। গত আগস্টের অধিবেশনেই এই নিয়ে রুলিং পাশ হয়েছিল। সেই নিয়ে বিতর্কের আঁচে তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য। তবে সেই নিয়ে কোনও আলোচনার পথে হাঁটেনি হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। এবারের অধিবেশন থেকেই সেই ফরমান বলবৎ করা হচ্ছে বলে খবর।

অসম বিধানসভায় বিতর্কিত এই নির্দেশিকা নিয়ে মোটেই ঐকমত্য নেই। ক্ষোভ ব্যক্ত করে এআইইউডিএফ নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে এই ধরনের নির্দেশিকা পাশ করাচ্ছে সরকার।' বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া বলেন, 'এই নির্দেশের কারণে এদিনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিতে পারেননি কংগ্রেস এবং অন্য দলের বিধায়কেরা। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দাইমারি পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, 'ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে এই নিয়ম করা হয়েছে। সপ্তাহের বাকি ছ'দিনের মতোই শুক্রবারেও কার্যক্রম থাকবে অসম বিধানসভায়। বলবৎ হওয়ার আগে খসড়াটি রুল্‌স কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে।' একই সুর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মারও। তিনি বলেছেন, 'আইনসভায় এই ধরনের নিয়ম ঔপনিবেশিক সময়ের দায়ভার বয়ে নিয়ে চলার শামিল।'

এদিকে, শুক্রবার বিধানসভায় কংগ্রেস সাংসদ রকিবুল হুসেনের ওপর হামলার তদন্ত চেয়ে বহিষ্কৃত হলেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। তাই তদন্ত চাইলেও বিধায়কদের বহিষ্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, রূপহির গুনাবাড়িতে দুষ্কৃতীরা রকিবুলের ওপর হামলা চালায়। রকিবুলের অভিযোগ, বিজেপির প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের ওপর হামলা বাড়ছে। কারণ অপরাধীরা জানে, বিরোধী দলের কেউ খুন হলেও রাজ্যে কারও শাস্তি হবে না। হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন অসম প্রদেশ তৃণমূল সভাপতি রমেনচন্দ্র বরঠাকুরও।

দেশে, বিদেশে পালিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজকালের প্রতিবেদন

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে দেশে, বিদেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মূল অনুষ্ঠানটি ছিল ঢাকায়। সেখানে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ভাষাশহিদদের স্মরণ করা হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও রাতভর সাধারণ মানুষ ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস থেকে শুরু করে বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানান সালাম-রফিক-বরকতদের। ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দিনটি পালিত হয়। এমনকী, বিদেশেও বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে পালিত হয় দিনটি। ভারতেও সমান মর্যাদায় পালিত হয় দিনটি। কলকাতার পাশাপাশি অসমের গুয়াহাটি ও শিলচরে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। গুয়াহাটির সামাজিক সংস্থা ব্যতিক্রম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিনদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সংস্থার সভাপতি ড. সৌমেন ভারতিয়া জানান, অসমিয়া, বাঙালি-সহ সকল ভাষাভাষী মানুষের মাতৃভাষাচর্চার জন্য দিনটি বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। তাই পালিত হচ্ছে দিনটি। ১৯৬১ সালের ১৯ মে অসমের বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার শিলচর লাল হয়ে উঠেছিল কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্যদের রক্তে। সেখানেও এদিন স্মরণ করা হয় 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'কে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ গোটা দুনিয়াতেই একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার আগে থেকেই ত্রিপুরায় একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। এবারও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উড়ান-এর আয়োজনে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীরা অংশ নিচ্ছেন। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা-তেও দিনটি পালিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক রতনকুমার সাহা, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ডাঃ অর্চনা মজুমদার-সহ অনেকেই অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। সকলেই মাতৃভাষার চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পার্থর জামিনের মামলায় সিবিআইকে নোটিস কোর্টের

ইডি মামলায় জামিন পেয়েছিলেন ডিসেম্বরে। সিবিআইয়ের মামলায় ঝুলে রইল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির জামিন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী। পার্থর আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে আদালত। ২০ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের বেঞ্চে জামিন সংক্রান্ত আবেদনের সংক্ষিপ্ত শুনানি হয়। আদালতে পার্থর আইনজীবী জানান, সুপ্রিম কোর্ট থেকে ইডির মামলায় তাঁর মক্কেল জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু সিবিআইয়ের মামলার কারণে এখনও তাঁকে জেলে থাকতে হচ্ছে। এরপরই সিবিআইকে এ বিষয়ে নোটিস জারি করে শীর্ষ আদালত।

কোর্ট: অপরিচিতাকে 'প্রশংসা' অশালীনই

পিটিআই

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারি

অপরিচিত মহিলাকে রাতে অযাচিত 'প্রশংসা-বার্তা' পাঠানো অশালীনতার শামিল। পর্যবেক্ষণে এমনই জানিয়েছে মুম্বইয়ের এক দায়রা আদালত। শুক্রবার দিনদোশির অতিরিক্ত জেলা বিচারকের এজলাসে শুনানি চলছিল। জনৈক মহিলার আবেদনের ভিত্তিতে মামলা হয়। তিনি প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি। অভিযোগ, এক ব্যক্তি নিয়মিত তাঁকে রাতে মেসেজ পাঠাতেন। 'আপনাকে খুব সুন্দর দেখতে', 'আপনি বেশ স্লিম এবং ফর্সা', 'আমার বয়স ৪০', 'আপনি কি বিবাহিত?'— এই জাতীয় আপাত-নির্বিষ, প্রশংসাসূচক মেসেজ করে বিব্রত করতেন। এরপরই আইনের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। এই ঘটনায় আগেই, ২০২২ সালে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়েছিল ওই ব্যক্তিকে। তিন মাসের জেল হয় তাঁর। তবে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি।

এদিন শুনানি চলাকালীন দিনদোশির অতিরিক্ত জেলা বিচারক নিম্ন আদালতের সাজা বহাল রাখেন। বাদী পক্ষের দাবি ছিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও বিচারক ডি জি ধোবলে বলেন, 'শুনানি চলাকালীন অভিযুক্তের আইনজীবীর তরফ থেকে এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ দাখিল করা হয়নি যাতে প্রমাণ হয় ওই দুই ব্যক্তি পূর্বপরিচিত। এই পরিস্থিতিতে যে-কোনও শিক্ষিত মহিলা এই ধরনের মেসেজে বিব্রত এবং অপমানিত বোধ করবেন। বিশেষত প্রেরক অপরিচিত ব্যক্তি হলে হেনস্থার মাত্রা আরও বেশি হবে।' এরপরই অভিযুক্তের সাজা কমানোর আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। নিম্ন আদালতের রায়ের প্রশংসাও করেছেন তিনি।

পণের দাবিতেই শুধু বধূ নির্যাতন নয়: সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি

১৯৮৩ সালের ফৌজদারি আইনের ৪৯৮-এ ধারায় স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আনতে হলে পণের দাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ থাকতেই হবে, এমন নয়। সম্প্রতি একটি মামলায় এমনই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বলেন, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ ধারার মর্মবস্তু হল, স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করলেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। সেজন্য স্বামী বা তাঁর পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে পণ দাবি করার অভিযোগ না থাকলেও চলবে। বেঞ্চ বলেছে, 'তাই যে কোনও ধরনের নির্যাতনের অভিযোগে স্ত্রী মামলা দায়ের করতে পারবেন। এবং দোষী সাব্যস্ত হলে ৪৯৮-এ ধারায় সাজা হবে।'

এক্ষেত্রে নির্যাতন বলতে ইচ্ছাকৃত ভাবে শারীরিক বা মানসিক আঘাত দেওয়া, যে-কোনও অবৈধ দাবি মেটানোর জন্য স্ত্রী কিংবা তাঁর পরিবারের ওপর চাপ দেওয়া, এসবই এই ধারার আওতায় পড়বে। বেঞ্চ জানিয়েছে, এক্ষেত্রে নির্যাতন বিষয়টিকে বৃহত্তর অর্থে বিবেচনা করা হবে। বিবাহিতা মহিলাকে স্বামী বা তাঁর আত্মীয়দের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতেই ১৯৮৩ সালে এই আইন চালু করা হয়েছিল। এই মামলায় আগে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট এক ব্যক্তি ও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল। কারণ ৪৯৮-এ ধারায় যেহেতু এই মামলা দায়ের হয়েছিল এবং সেখানে পণের দাবিতে অত্যাচারের বিষয়টি নেই। পরে সবদিক বিবেচনা করা শীর্ষ আদালত অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের আদেশ খারিজ করে দেয়।

RAISINA BENGALI SCHOOL (Sr. Secondary)
Mandir Marg, New Delhi -110001
(Linguistic Minority Institution Aided by DTE. OF EDUCATION: G.N.C.T.D.)

Advt. No. RBS/MM/RECTT./D.R./2025/01 Date: 22.02.2025

Invites applications for the following vacant positions from eligible candidates

1. **P.G.T.:** 1 post each for BIOLOGY, ECONOMICS, PHYSICS, MUSIC (VOCAL)/ L-8 (7CPC)
2. **T.G.T., T.G.T. (LANG.) & T.G.T./ Misc.:** NATURAL SCIENCE – 2 posts & 1 post each for BENGALI, SANSKRIT **(Reserved for PwBD)**, COMPUTER SCIENCE, PHYSICAL EDN. TR. (MALE), MUSIC TR., DRAWING TR **(Reserved for PwBD)**, SPECIAL EDUCATION TR./ L-7 (7CPC)
3. **ASSISTANT TEACHER:** 9 posts/ L-6 (7CPC)
4. **LIBRARIAN (T.G.T. Grade):** 1 post/ L-7 (7CPC)
5. **JUNIOR ASSISTANT/ LDC:** 1 post/ L-2 (7CPC)
6. **PEON: 1 post & MALI:** 1 post/ L-1 (7CPC)

Educational & Other Qualifications required/ Age Limit:

A. P.G.T. (BIOLOGY/ ECONOMICS/ PHYSICS): a) Master Degree in concerned subject from a recognized University/Institution with at least 50 percent marks in aggregate or equivalent grade in the following subjects:- PGT (Biology) – Zoology/ Botany/ Life science/Bio Sciences/ Bio Technology/ Genetics/Micro-Biology/Molecular Biology/Plant Physiology provided they have studied Botany and Zoology at Graduation level.
PGT (Economics) - Economics/Applied Economics/Business Economics. PGT (Physics) - Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics. b) Bachelor of Education (B.Ed.) from a recognized University; Or B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed.; Or three year integrated B.Ed.-M.